যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১৫০

১/ বিবিধ

আরবী

ثلاث لا يعاد صاحبهن: الرمد، وصاحب الضرس، وصاحب الدملة

موضوع

أخرجه الطبراني في " الأوسط " (1 / 11 / 1 / 150 - بترقيمي) والعقيلي (421) وابن عدي (2 / 319) من طريق مسلمة بن علي الخشني حدثني الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر عن أبي هريرة مرفوعا، وقال الطبراني وابن عدي: لم يروه عن الأوزاعي إلا مسلمة

قلت: وهو متهم، كما يأتي وقال العقيلي: قال ابن معين: ليس بشيء

وقال البخاري: منكر الحديث

وأورده ابن الجوزي في " الموضوعات " (3 / 208) من طريق العقيلي وقال موضوع، والحمل فيه على مسلمة وإنما يروى من كلام يحيى بن أبي كثير

قلت: وقال العقيلي عقبه: هذا أولى، يعني أنه من كلام يحيى، وكذا قال البيهقي كما يأتي، وذكره الحافظ في " التهذيب " من منكرات الخشني وقال

قال أبو حاتم: هذا باطل منكر، وقد تعقب ابن الجوزي السيوطي في " اللآليء " (2 / 406) بقوله: قلت: مسلمة لم يتهم بالكذب، والحديث أخرجه الطبراني في " الأوسط " والبيهقي في " الشعب " وضعفه

قلت: الحق مع ابن الجوزي فإن مسلمة قد روى أحاديث موضوعة تقدم بعضها فانظر الحديث (141 و145) ، ولذلك لم يصب السيوطي بذكره في " الجامع "، وقد

جزم البيهقي في " الشعب " (6 / 535 / 9190) بأن الصحيح أنه من قول يحيى
ومما يدل على وضعه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود صاحب الرمد، قال
أنس: عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن أرقم من رمد كان به
أخرجه علي بن الجعد في " مسنده " (2 / 844 / 2335) والحاكم (1 / 342) من
طريق آخر وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا وله شاهد من حديث زيد نفسه
صححه الحاكم أيضا والذهبي، وهو مخرج في " صحيح أبي داود " (2716) ومن
موضوعات الخشني

বাংলা

১৫০। তিন ধরনের রোগীর সেবা করা যায় না (দেখতে যাওয়া যায় না); চোখ উঠা রোগী, দাঁতের রোগী এবং ফোড়াধারি রোগী।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি তাবারানী “মুজামুল আওসাত” গ্রন্থে (১/১১/১/১৫০), উকায়লী (৪২১) ও ইবনু আদী (২/৩১৯) মাসলামা ইবনু আলী আল-খুশানীর সূত্রে ... উল্লেখ করেছেন। তাবারানী ও ইবনু আদী বলেনঃ হাদীসটি আওযাঈ হতে মাসলামা ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছিঃ মাসলামা মিথ্যার দোষে দোষী। তার সম্পর্কে ইবনু মাঈন বলেনঃ তিনি কিছুই না। বুখারী বলেনঃ তিনি মুনকারুল হাদীস। হাদীসটি ইবনুল জাওযী “আল-মাওযু’আত” গ্রন্থে (৩/২০৮) উল্লেখ করে বলেছেনঃ এটি জাল (বানোয়াট)। এটিকে ইয়াহইয়া ইবনু আবী কাসীরের কথা হিসাবে বর্ণনা করা হয়। হাফিয ইবনু হাজার খুশানীর মুনকারগুলো “তাহযীবুত তাহযীব” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেনঃ আবু হাতিম বলেনঃ এটি বাতিল, মুনকার। সুয়ূতী ইবনুল জাওযীর সমালোচনা করে “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/৪০৬) বলেছেনঃ মাসলামা মিথ্যার দোষে দোষী নন, তাকে বাইহাকী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ হক হচ্ছে ইবনুল জাওযীর কথায়। কারণ এ মাসলামা জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন। দেখুন ১৪১ এবং ১৪৫ নং হাদীস। এ কারণে সুয়ূতী “জামেউস সাগীর” গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করে ঠিক কাজ করেননি।

বাইহাকী “শুয়াবুল ঈমান” গ্রন্থে (৬/৫৩৫/৯১৯০) বলেছেনঃ সঠিক হচ্ছে এই যে, এটি ইয়াহইয়ার কথা।

এটি জাল হওয়ার প্রমাণ এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চোখ উঠা রোগী দেখতে যেতেন। যায়েদ

ইবনু আরকাম (রাঃ)-এর চোখ উঠলে তিনি তাকে দেখতে যান। যেটি 'আলী ইবনু জায়াদ তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (২/৮৪৪/২৩৩৫) এবং হাকিম (১৩৪২) (তবে অন্য সূত্রে) বর্ণনা করেছেন এবং তিনি সেটিকে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। যাহাবীও তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তারা দু'জনে যেমনটি বলেছেন সেটি তেমনই।

এছাড়া এ যায়েদ-এর হাদীস হতেই এটির শাহেদ রয়েছে। যেটিকে হাকিম এবং যাহাবী সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। সেটিকে আমি "সহীহ আবী দাউদ" এর মধ্যে (২৭১৬) উল্লেখ করেছি।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=5411

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন